প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

দেওয়ানী আপিলের এখতিয়ার

2019 সালের দেওয়ানী আবেদন নং 5932

(2019 সালের এস.এল.পি (সি) নং 670 থেকে উদ্ভূত)

রূপা রায়..... আবেদনকারী

বনাম

দি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং অনান্য ।..... বিবাদী

রায়।

অভয় মনোহর সাপ্রে, বিচারপতি

1. ছুটি অনুমোদিত।
2. এই আপিলটি 2009 সালের এফ.এম.এ. নং 647 কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা আপিল খারিজ করে এবং 16.02.2008 তারিখের রায়টি নিশ্চিত করে যেটি মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল এবং জেলা জজ, নদিয়া 2005 সালের এম.এ.সি. মামলা নং 3 তে দেওয়া হয়েছিল ।
3. এই আপিল নিষ্পত্তির জন্য এখানে নীচে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার, যার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় জড়িত।
4. মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনালের (এরপরে 'ট্রাইব্যুনাল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আগে দায়ের করা দাবি আবেদনে, যার মধ্যে এই আপিল উত্থাপিত হয তার মধ্যে আপিলকারী হলেন দাবিদার (আবেদনকারী) এবং উত্তরদাতারা হলেন অ-আবেদনকারী।

5. 19. 07. 2004 এ, যখন আপিলকারী ও তার স্বামী এবং নাবালক পুত্রর-সৌরংশুর সাথে একটি রিকশা ভ্যানে গাছা বাজার বাস স্টপেজের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ডাব্লু.বি. 57/5270 নাম্বার প্লেট বহনকারী একটি ম্যাটাডোর ভ্যান বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতিতে এসে রিকশাটিকে ধাক্কা দেয় যার ফলস্বরূপ রিকশা ভ্যানের সমস্ত যাত্রী গুরুতর আহত হন।

6. আবেদনকারীর নাবালক পুত্র-সৌরংশু যে প্রায় 10 বছর বয়সী, যিনি আপিলকারী-তার মায়ের সাথে ভ্রমণ করছিলেন, তার শরীরে একাধিক আঘাত পেয়েছিলেন।তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে সে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিল।চিকিৎসার পরে, এটি প্রমানিত হয়েছিল যে সে অর্থোপেডিক্ ভাবে পোস্টট্রোম্যাটিক প্যারাপ্লেজিয়ায় অক্ষম হয়েছে এবং তার ডান হাতে দুর্বলতা রয়েছে ।দুর্ঘটনায় আঘাতের কারণে তার শরীরে 70% অবধি স্থায়ী অক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছিল।

7. এর জন্য আপিলকারী, মোটর ভেহিকল আইন, 1988 (এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা 166 এর অধীনে , দোষী গাড়ির মালিক/চালক এবং বীমাকারীর বিরুদ্ধে দাবি **আবেদন দায়ের করে,** তার সন্তানের আঘাতের কারণে হওয়া প্রতিবন্ধক্তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

8. অন্যদিকে অভিযোগ করা হয়েছে যে দোষী গারির চালক/মালিক-এর দ্রুত গতিবেগ এবং অসতর্কতার জন্য এই দুর্ঘটনাটি ঘটে জিনি উত্তরদাতা নং 2 এবং উত্তরদাতা 1 এর নামে এই গাড়িটি ঘটনার তারিখে বীমা করানো ছিল। আনুমান করা হয়েছে যে আবেদনকারীর পুত্রের স্থায়ী অক্ষমতায় পীরিত হয়ার জন্যে, আবেদনকারী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারি হবেন।

9. উত্তরদাতারা দাবিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।16. 02. 2008 তারিখের পুরষ্কারের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল আংশিকভাবে আপিলকারীর দাবির আবেদনের অনুমতি দেয় এবং আপিলকারীকে 2,00,000/- টাকা

ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। আপিলকারী অসন্তুষ্ট হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন।অপ্রচলিত আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট আপিলটি খারিজ করে যার ফলস্বরূপ এই আদালতে আপিলকারী (দাবিদার) বিশেষ অনুমোদনের মাধ্যমে বর্তমান আপিল দায়েরের করে ।

10. মিঃ রউফ রহিমকে শোনা হোল, পরামর্শ বা আপিলকারী এবং জনাব এ। জৈন, উত্তরদাতা নং 1 এর জন্য পরামর্শ শিখলেন।

11. পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের শোনার পর এবং মামলার রেকর্ড প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা আপিলের অনুমতি দিতে আগ্রহী এবং বাতিলকৃত আদেশকে একপাশে রেখে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় সংশোধন করে এবং সেই অনুযায়ী আপীলকারীর পক্ষে এখানে নীচে নির্দেশিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করতে।

12. অপ্রচলিত আদেশের প্রত্যক্ষদর্শনে, আমরা দেখতে পেলাম যে উচ্চ আদালত আপিলকারীর আপিল খারিজের কোনও কারণ নির্ধারণ করেনি, যা নিম্নরূপে লেখা হয়েছে :আমরা মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পুরষ্কারটি পড়েছি এবং আমরা এই মতামত দিচ্ছি যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত পুরষ্কারে কোনও বিকৃতি বা অবৈধতা নেই। "

13. আমাদের দৃষ্টিতে, উচ্চ আদালত আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে এখতিয়ারীয় ত্রুটি করেছিল কারণ উচ্চ আদালত প্রমাণ গ্রাহ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং আপিল খারিজ করার কোনও কারণ নির্ধারণ করতে পারেনি।কোনও আলোচনা এবং যুক্তির অভাবে, হাইকোর্টকে আপিল খারিজ করতে কী প্ররোচিত করেছিল তা আমরা জানতে পারিনি।

14. আইনের ধারা 173 এর অধীন দায়ের করা একটি আপিল, 1908 সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা 96 এর অনুরূপ (এরপরে ' ধারা ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।আইনের ধারা 173 এর অধীনে আপিল ক্ষমতার সুযোগ অনুযায়ী , আপিল শুনানির সময় কীভাবে এই আপিল ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত এবং কোনও আদেশ/রায় পাস করার সময় আদালতকে

সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণগুলি নির্ধারণ করা কেন প্রয়োজনীয় সেটি এই কোর্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল একটি মামলার পরিপ্রেক্ষক্ষিতে যে মামলাটি ছিল উত্তর প্রদেশ রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ***বনাম মমতা ও অন্যান্য, (২০১৬) ৪ এসসিসি ১৭২, জি সরস্বতী ও অনান্য বনাম*** রাথিনাম্মাল ***ও অনান্য,(২০১৮) ৩ এসসিসি ৩৪০ এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টিস বনান*** ঈন্দর ***কমপসিট প্রাইভেট লিমিটেড,(২০১৮) ৮ এসসিসি ৪৪৩।রথিনাম্মাল ও (2018) 3 এসসিসি 340 এবং*** কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ড বনাম। ইন্দোর কম্পোজিট প্রা। লিমিটেড, (2018) 8 এসসিসি 443।

15. আমাদের মতে , হাইকোর্টের উচিৎ ছিল উপরোক্ত মামলাগুলিতে এই আদালত কর্তৃক প্রণীত আইনের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সেই অনুযায়ী আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া। যেহেতু উচ্চ আদালত তা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই আপীলকারীর ভুক্তভোগী-নাবালক ছেলের আঘাতের ধরন সম্পর্কে প্রশ্নে আপীলকারীর দ্বারা যোগ করা প্রমাণ এবং তাকে করা আঘাতের কারণে ঘটা স্থায়ী অক্ষমতার মাত্রার আলোকে আমাদের মামলাটি পরীক্ষা করতে হবে ।

16. সুতরাং, এই আবেদনের সাথে জড়িত একমাত্র প্রশ্ন হল নিম্ন আদালতগুলি(র রায়) আবেদনকারীকে (দাবিদার) তার নাবালক ছেলের আঘাতের জন্য 2,00,000/- টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা।যতদূর পর্যন্ত অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কিত, যেমন বীমা কোম্পানির দায়, এটি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই কারণ বীমা কোম্পানি এটিকে প্রশ্ন করেনি।

17. সাক্ষ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখে আমরা দেখতে পাই যে, ভুক্তভোগী, অর্থাৎ আবেদনকারীর নাবালক ছেলে তার শরীরে ৭০% পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হয়েছে।ডাক্তার তা প্রমাণ করেছেন।দুর্ঘটনার সময় নাবালকের

বয়স ছিল প্রায় 10 বছর।এই বিষয়ে খণ্ডন করার জন্য উত্তরদাতাদের দ্বারা যুক্ত কোনো প্রমাণ নেই।

18. ভুক্তভোগীর বয়স বিবেচনায় নিয়ে, অল্প বয়সে ভুক্তভোগী যে মাত্রার অক্ষমতা ভোগ করেছেন, যা চিকিৎসা এখন পর্যন্ত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে করা হবে আঘাতের কারণে ভুক্তভোগীর হওয়া রোগ, মানসিক যন্ত্রণা ও ভোগান্তি প্রতিকারের জন্য এবং সবশেষে, যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য, ক্ষতিপূরণ হিসেবে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত 2,00,000 টাকা কম বলে মনে হচ্ছে এবং এটি যথাযথভাবে বাড়ানো উচিত।

19. আমরা তদনুসারে আবেদনকারীকে, ভুক্তভোগীর মা হওয়ায় 10,00,000 টাকার মত মোট অর্থ প্রদানকে ন্যায়সংগত ও যথার্থ বলে বিবেচনা করি।এটি তাকে সামর্থ্য দেবে তার ছেলের যত্ন নিতে এবং তার লালন-পালনের জন্য এবং আবেদনকারী এবং তার স্বামী এখন পর্যন্ত তাদের ছেলের চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে এবং ভবিষ্যতে ব্যয় করতে হবে তার প্রতিও।এই মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করার সময়, আমরা প্রাসঙ্গিক সমস্ত উপরোক্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়েছি।

20. এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (10,00,000 টাকা) 6% সুদ বহন করবে যা হাইকোর্টের বাতিল আদেশের তারিখ থেকে আবেদনকারীকে প্রদেয় হবে।বিবাদী নং 1 প্রদেয় অর্থ আবেদনকারীকে দেবে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সুদের সাথে 2,00,000/ একত্রে সামঞ্জস্য করে, যদি ইতিমধ্যেই আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়ে থাকে।এই (অর্থের) পরিমাণটি স্থির করা হোক এবং 3 মাসের মধ্যে প্রদান করা হোক যেমন এই আদালত দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়েছে।

21. সেই অনুযায়ী আবেদনটি অনুমোদিত হয়েছে। ত্রুটিযুক্ত আদেশটি সরিয়ে রাখা হল।কৌসুলির পারিশ্রমিক ১০,০০০ টাকা বিবাদী নং ১ কে আবেদনকারীকে দিতে হবে।

..... বিচারক।

অভয় মনোহর সাপ্রে

..... বিচারক।

ইন্দু মালহোত্রা]

নতুন দিল্লি; জুলাই 29, 2019

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.